চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার উনিশবিঘি সীমান্তে বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে সেতাউর আবু সায়েম ও সাইদুল আহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৭ অক্টোবর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.৩০ টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার উনিশবিঘি গ্রামের মৃত মোঃ ইলিয়াস উদ্দিন ও মৃত মোসাম্মত গোলমাহাতা বেগমের দুই ছেলে মোহাম্মদ সেতাউর রহমান (৫৪) ও মোঃ আবু সায়েম (৩৩), এবং মোহাম্মদ ফরজান আলী ও মোসাম্মৎ হানেফা বেগমের ছেলে মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম (৩৫) সীমানা সংলগ্ন ধানক্ষেতে আগাছা নিড়ানোর সময় উনিশবিঘি সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ)র সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে সেতাউর, আবু সায়েম, এবং সাইদুলকে লক্ষ্য করে গুলি করে আহত করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, মোহাম্মদ আবু সায়েম ও সেতাউর রহমান দুইভাই। পেশায় তাঁরা কৃষক। তাঁদের জমি ১৮২/৩ নম্বর সীমান্ত পিলার থেকে ৫০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত। তাঁরা ধানক্ষেতে আগাছা পরিষ্কারের সময় ভারতের মালদহ জেলার নওদা বিএসএফ ক্যাম্পের ২০ ব্যাটালিয়নের আনুমানিক ৭/৮ জন বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে। এরপর বিএসএফ সদস্যরা সেতাউর, সায়েম, এবং সাইদুলকে দেখতে পেয়ে তাঁদের জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায়। ওই সময়ে বিএসএফ সদস্যরা হঠাৎ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে তাঁরা আহত হন বলে অভিযোগে প্রকাশ।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানের সময় অধিকার কথা বলে–

- বিএসএফ এর গুলিতে আহত আবু সায়েম, সাইদুল ইসলাম এবং সেতাউর রহমান
- প্রত্যক্ষদর্শী
- আবু সায়েম এবং সাইদুলের চিকিৎসক এবং
- আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ বাম থেকে (১) হাসপাতালের বিছানায় বাম পা কাটা অবস্থায় মোঃ আবু সায়েম (২) পায়ে গুলিবিদ্ধ মোঃ সাইদুল ইসলাম এবং (৩) আহত সেতাউর রহমান।

মোঃ সাইদুল ইসলাম, (৩৫) গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি

মোঃ সাইদুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ৭ অক্টোবর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.৩০ টায় শিবগঞ্জ উপজেলার উনিশবিঘি সীমান্ত সংলগ্ন আজমতপুর মৌজায় ১০০৯ নম্বর দাগের জমিতে তিনি সহ সেতাউর ও সায়েম কাজ করছিলেন। এসময় হঠাৎ করে ৭/৮ জন বিএসএফ সদস্য সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ফটক খুলে সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে প্রায় ২০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে তাঁদের জমিতে ঢুকে পড়ে। এরপর বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের বলে যে, ৬ অক্টোবর ২০১২ রাতে তাঁরা ভারত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ ফেনসিডিল নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন তাই বিএসএফ সদস্যরা তাঁদেরকে আটক করে ভারতে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। তখন সাইদুল বিএসএফ সদস্যদের জানান যে, তাঁরা কৃষক, কৃষিকাজেই ব্যস্ত থাকেন। তিনি সেতাউর এবং সায়েম মিলে সকাল আনুমানিক ৬.০০ টা থেকে ধানের ক্ষেতে আগাছা নিড়ানোর কাজ করেছেন এবং তারা কেউ কোনদিন ফেনসিডিল আনার জন্য ভারতের সীমান্তে যাননি। এক পর্যায়ে বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের বাকবিতন্ডা হয়। বিএসএফ সদস্যরা এসময় হঠাৎ ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে, তাঁরা তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন আবু সায়েম, সেতাউর এবং তিনি জোরে চিৎকার করে গ্রামবাসীদের ডাকতে থাকেন। চিৎকার ও গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে গ্রামবাসীরা তাঁদের দিকে এগিয়ে আসেন। গ্রামবাসীদের আসতে দেখে বিএসএফ সদস্যরা আরও উত্তেজিত হয়ে তাঁদের ধরার চেষ্টা করে এবং তাঁদের পায়ের দিক লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে সায়েম, সেতাউর এবং তিনি আহত হন। সে সময় প্রায় ৪০ জন বিএসএফ সদস্য কাঁটা তারের বেড়া থেকে প্রায় পাঁচশ গজ বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এসময় গ্রামবাসীরাও বিএসএফ সদস্যদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে, ফলে বিএসএফ সদস্যরা পিছু হটতে থাকে।

মোঃ আবু সায়েম (৩৩), গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি

মোঃ আবু সায়েম অধিকারকে জানান, ৭ অক্টোবর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.৩০ টায় সায়েম তাঁর ধানক্ষেতে আগাছা পরিষ্কার করছিলেন। কিছুক্ষণ পর দেখতে পান যে, ভারতের মালদহ জেলার নওদা বিএসএফ ক্যাম্প থেকে ২০ ব্যাটালিয়ন এর আনুমানিক ৭/৮ জন বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশের উনিশবিঘি সীমান্তের ভেতরে ঢুকছে। তারা বাংলাদেশে ঢুকে সায়েমকে এবং তাঁর পাশে দাঁড়ানো সাইদুল ও সেতাউরকে মিথ্যা

অভিযোগে জড়িয়ে আটক করে নিয়ে যেতে চায়। তাঁদেরকে মাদক চোরাচালানীর সঙ্গে জড়িত বলে আটক করার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তাঁদের সাথে বিএসএফ সদস্যদের বাকবিত-া হয় এবং বিএসএফ সদস্যরা ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। এসময় তাঁদের চিৎকার ও বিএসএফ সদস্যদের গুলির শব্দ শুনে গ্রামবাসীরা সংগঠিত হয়ে বিএসএফ সদস্যদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। তখন তিনি তাঁর বাড়ির দিকে দৌড় দেন। পেছনে পেছনে বিএসএফ সদস্যরাও দৌড়ে তাঁকে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁকে ধরতে না পেয়ে তারা তাঁর ওপর গুলি চালায়। বিএসএফ সদস্যদের ছোঁড়া গুলি তাঁর বাম উরুতে লাগলে তিনি মারাত্মক আহত হন। গ্রামবাসী রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছালে চিকিৎসকরা তাঁর বাম উরুতে থাকা গুলি অস্ত্রপচার করে বের করেন। এরপর ৮ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০ টায় তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকায় জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁর বাম পা কেটে ফেলেন। তিনি এখনও বাড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। তিনি জানান, বিএসএফ সদস্যরা প্রায়ই অবৈধভাবে মাতাল হয়ে যখন তখন বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে এবং গ্রামবাসীদের নানভাবে উত্যক্ত করে। কখনও কখনও যাকে সামনে পায় তাকেই গালিগালাজ করে এবং নিরীহ মানুষদের জোর করে আটক করে নিয়ে যেতে চায়।

উপরের ছবিতে গোল চিহ্নিত (১) জায়গা দিয়ে বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। (২) সীমান্তে বিএসএফ এর ওয়াচ টাওয়ার। (৩) গোলচিহ্নিত জায়গায় বিএসএফ ও বিজিবি এর মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। (ছবিঃ অধিকার, তারিখঃ ৯ অক্টোবর ২০১২)

ছবিতে তীর চিহ্নিত রাস্তা দিয়ে বিএসএফ সদস্যরা ৭ অক্টোবর ২০১২ উনিশবিঘি গ্রামে অনুপ্রবেশ করে। (ছবিঃ অধিকার, তারিখঃ ৯ অক্টোবর ২০১২)

মোঃ আরশাদুল ইসলাম (৩০), প্রত্যক্ষদর্শী

মো আরশাদুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ৭ অক্টোবর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.৩০ টায় ১৮২/৩ নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে তিনি নিজের ধান ক্ষেতে কাজ করছিলেন। তাঁর ধানক্ষেত থেকে আনুমানিক ৫০ গজ উত্তরে আজমতপুর মৌজায় ১০০৯ নম্বর জমিতে সায়েম, সেতাউর ও সাইদুল তাঁদের ধানক্ষেতে কাজ করছিলেন। তিনি দেখেন, ১৮২/৩ পিলারের কাছ থেকে ১৫০ গজ পশ্চিমে ভারতের কাঁটা তারের বেড়ার গেট দিয়ে ৭/৮ জন বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে ঢুকছে। কিছুক্ষণ পর তারা ধানক্ষেতে কর্মরত সাইদুল, সেতাউর এবং সায়েমকে ডেকে নিয়ে কথা বলতে থাকে। বিএসএফ সদস্যরা তাদের তিনজনকে উচ্চ স্বরে গালিগালাজ করে এবং হঠাৎ করেই তাঁদের ধাওয়া করে এবং তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এ সময় তিনি মোবাইল ফোনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) চকপাড়া সীমান্ত ফাঁড়ীর কমান্ডার সুবেদার মোঃ সামছুল আলমকে বিষয়টি জানান। এসময় সাইদুল চিৎকার করে জানান, বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সাইদুলের চিৎকার ও গুলির শব্দ শুনে আশেপাশের লোকজন ঘটনাস্থলের কাছে ছুটে আসে। এরপর আরো ৩০/৪০ জন বিএসএফ সদস্য কাঁটা তারের গেট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে কাঁটা তারের বেড়া থেকে প্রায় ৫০০ গজ ভেতরে ঢুকে গ্রামবাসীদের দিকে তেড়ে যায়। বিএসএফ সদস্যরা পায়ের দিক লক্ষ্য করে গুলি করে গুলি ছোঁড়লে সায়েম, সেতাউর এবং সাইদুল গুলিবিদ্ধ হন বলে তিনি জানান।

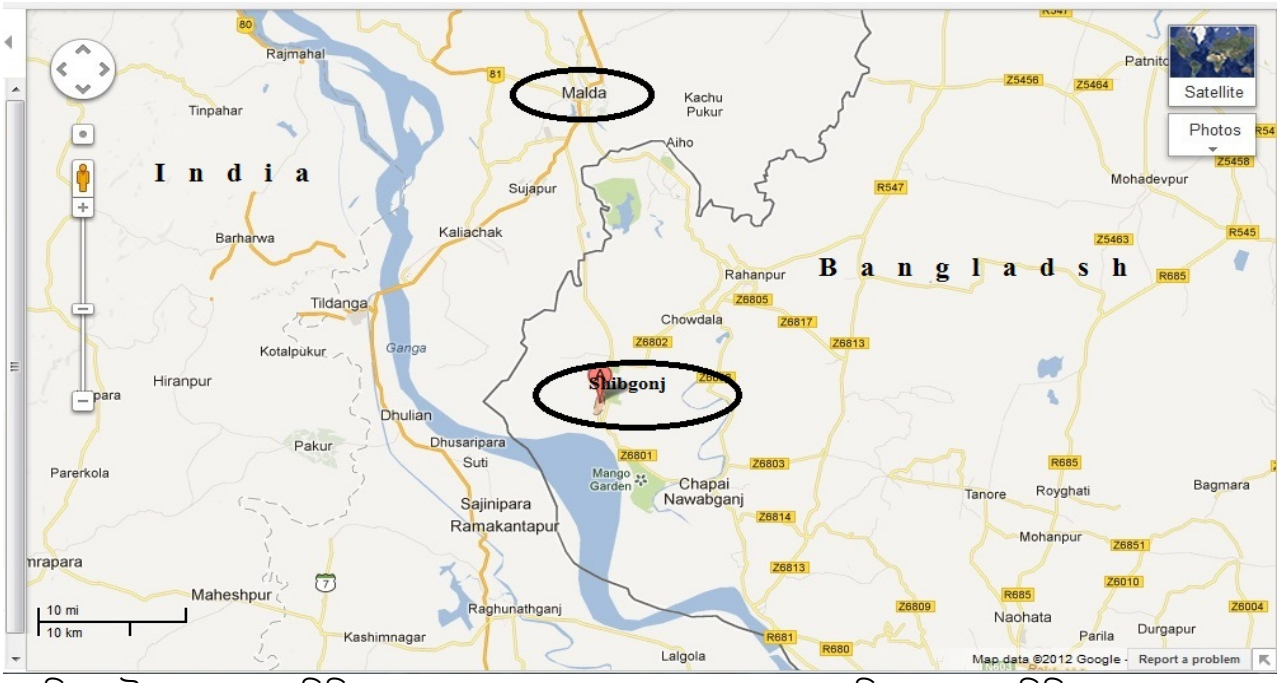

ছবিতে উপরের গোল চিহ্নিত জায়গা ভারতের মালদহ জেলা এবং নিচের গোল চিহ্নিত বাংলাদেশের শিবগঞ্জ থানা।

ছবিতে ঘটনাটি কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সোনা মসজিদ স্থল বন্দর সিএন্ডএফ এজেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ব্যাটালিয়ান কমান্ডার পর্যায়ে সীমান্ত সমন্বয় সভায় বৈঠকে বিজিবি এবং বিএসএফ এর সদস্য বৃন্দ। (ছবিঃ সংগৃহীত)

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোঃ মঞ্জুরুল আলম, ৯ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মোঃ মঞ্জুরুল আলম অধিকারকে জানান, ৭ অক্টোবর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.৪৫ টায় চকপাড়া বিজিবি সীমান্ত ফাঁড়ীর কমান্ডার সুবেদার মোঃ সামছুল আলমের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন বিএসএফ সদস্যরা উনিশবিঘি গ্রামে ঢুকে গুলি ছুঁড়েছে। তখন তিনি সামছুল আলমকে ওই এলাকা পরিদর্শন এবং পতাকা বৈঠক করার জন্য নির্দেশ দেন। ৮ অক্টোবর ২০১২ দুপুর আনুমানিক ১২.১৫ টায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে শান্তিপূর্ন পরিবেশ এবং সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফ-এর মধ্যে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন ৪৬ বর্ডার গার্ড ব্যাটলিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সামস। অন্যদিকে বিএসএফের পক্ষে নেতৃত্ব দেন ভারতের মালদহ সেক্টরের বিএসএফ ২০ ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট অরবিন গিলডিয়াল।

বৈঠকে দুইদেশের সীমান্ত সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে সীমান্ত এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা, চোরাচালান ও মাদক পাচার রোধসহ সীমান্তে হত্যা বন্ধের জন্য বৈঠকে আলোচনা হয়। এছাড়াও সীমান্ত এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে দুইপক্ষ ঐক্যমত প্রকাশ করে। সভায় ৪৩ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল আনোয়ারসহ বিজিবি ও বিএসএফের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বলে তিনি জানান।

ডাঃ আজিজুল হক সুইট, সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কমপ্লেক্স, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ডাঃ আজিজুল হক সুইট অধিকারকে জানান, ৭ অক্টোবর ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.৫০ টায় নজরুল ইসলাম নামে একটি লোক সাইদুল ইসলামকে উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে আনেন। তিনি সাইদুল ইসলামের ডান পায়ের পাতার ওপরের অংশের ক্ষত চিহ্নে ব্যান্ডেজ করে দেন বলে জানান।

ডাঃ রিয়াদ, ক্লিনিক্যাল এসিসট্যান্ট, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

ডাঃ রিয়াদ অধিকারকে জানান, ৮ অক্টোবর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০ টায় মোঃ আবু সায়েমকে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের জরুরী বিভাগে আনা হলে প্রথমে তাঁকে জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে পরীক্ষার পরে আবারও জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে আনা হয়। সায়েমের বাম পায়ে গুলির আঘাতের কারণে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রক্ত সঞ্চালন না থাকায় সায়েমের বাম পা উরু থেকে কেটে ফেলা হয় বলে তিনি জানান।

অধিকার এর বক্তব্যঃ

অধিকার বিএসএফ সদস্য কর্তৃক কৃষক আবু সায়েম, সেতাউর এবং সাইদুল এর ওপর গুলি করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তাহীনতা ও ঝুঁকিতে থাকা এক নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অধিকার আবু সায়েম, সেতাউর এবং সাইদুল এর ওপর বিএসএফ সদস্যদের গুলি করার ঘটনার ব্যাপারে সরকারকে ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাতে এবং আহতদের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে দাবি জানাচ্ছে। অধিকার মনে করে, বাংলাদেশের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারণে সীমান্তের কাছে বসবাসকারী সাধারণ বাংলাদেশীরা নিয়মিতই হত্যা-নির্যাতন এবং অপহরণের শিকার হচ্ছেন। অধিকার সীমান্ত অঞ্চলের বাংলাদেশীদের রক্ষায় সরকারকে দৃঢ় ভূমিকা নেয়ার জন্য আবারও আহবান জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-